

Kizuna

- The Bonds of Friendship -

April 11, 2011

[Provisional Translation]

One month has passed since the Great East Japan Earthquake, which caused over 13,000 people to lose their lives in the enormous earthquake and tsunamis that struck. Even now, over 14,000 people remain unaccounted for, and about 150,000 people remain forced to take shelter as evacuees. I extend my heartfelt sympathy to all the people who have suffered as a result of this disaster, both Japanese nationals and non-Japanese, and to their families.

We are currently mobilizing all resources to bring the situation at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station under stable control and working to stabilize the situation there at the earliest possible time.

This one month since the great earthquake has been an extremely arduous time for Japan. Yet at the same time, it has been a period during which Japan has once again realized, and once again given thanks, that we stand together with the world.

Thus far, over 130 nations and regions, nearly 40 international organizations, a number of nongovernmental organizations and people from all around the globe have extended their best wishes to us, and moreover they have expressed their support and solidarity through donations and other means. Various countries and regions rushed in rescue workers to swiftly conduct rescue operations in the affected areas swiftly and delivered supplies such as food, medical supplies, and blankets. This assistance also brought wholehearted encouragement to the disaster victims. In addition, we have received thousands of origami paper cranes intently folded by children in distant nations wishing for the reconstruction of the disaster-stricken areas.

From Bangladesh, we have received a number of messages expressing condolence, sympathy and encouragement including that of H.E. Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh. We also received the relief materials supply such as blankets, rubber boots and rubber gloves. At the same time, Bangladeshi people living in Japan have also voluntarily extended their help through providing temporary shelter in hotels, serving hot meal to the people affected by the disaster.

On behalf of the people of Japan, I extend my heartfelt thanks for such assistance from all around the world.

There is no doubt that Japan will recover, become vibrant again, and become an even more marvelous country. In living up to the cordial encouragement and solidarity extended to us by the international community, I consider walking down the road to such a rebirth to be incumbent upon us, and the best way for Japan to reciprocate your kind concern. It is my firm conviction that through the fundamental strengths inherent to the Japanese people and the cordial cooperation of the international community, we can achieve this without fail.

I am also determined that Japan will certainly repay, through our contributions to the international community, the cordial assistance we have received from around the world.

To that end, I will work to the best of my ability to realize reconstruction of Japan.

Naoto Kan
Prime Minister of Japan

菅 直人

A friend in need is a friend indeed

Kizuna (কিয়ুনা)

The bonds of Friendship (বন্ধুত্বের বন্ধন)

১১ই এপ্রিল, ২০১১

গতমাসে জাপানের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা মহাভূমিকম্প ও সুনামির (The Great East Japan Earthquake) আজ এক মাস অতিবাহিত হল, যাতে তেরো হাজারেরও বেশী মানুষ প্রান হারিয়েছেন। এখানো চৌদ্দ হাজারেরও বেশী মানুষ নিখোঁজ এবং প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। আমি এই দুর্যোগে ভুক্তভোগী সকল জাপানী ও বিদেশী নাগরিকদের এবং সেইসাথে তাদের পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমরা এখন যত দ্রুত সম্ভব ফুকুশিমা ১নং পারমাণবিক চুল্লীর স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সকল শক্তি নিয়োজিত করেছি।

ভূমিকম্প পরবর্তী গত এক মাস ছিল জাপানের জন্য সবচেয়ে কঠিন সময়। একই সাথে এ বিপদের দিনে আমরা আরো একবার অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি যে বিশ্ববাসী আমাদের সাথেই আছেন।

১৩০টিরও বেশি রাষ্ট্র ও অঞ্চল, প্রায় ৪০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এনজিও এবং সারাবিশ্বের জনগণ আমাদের প্রতি আন্তরিক শুভকামনা, একান্ততা, সমর্থন জানানোর পাশাপাশি নানাভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক দেশ উদ্ধার কাজে সহায়তার লক্ষে সাহায্যকারীদল ছাড়াও খাদ্য সামগ্রী, কস্মল এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করেছেন। এসব সাহায্য ছিলো দুর্গত অঞ্চলের মানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এছাড়াও আমরা অনেক দূরবর্তী দেশসমূহের শিশুদের তৈরী দুর্গত অঞ্চলের মঙ্গল কামনায় তৈরি করা ওরিগামি সারস (কাগজে তৈরি করা সারস) পেয়েছি।

আমরা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেকের নিকট হতে সমবেদনা এবং উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি গ্রহণ করেছি। এছাড়াও আমরা বাংলাদেশ সরকার প্রেরিত ত্রান সামগ্রী, যেমন, কস্মল, গাম্বুট এবং রাবার দস্তানা সাদরে গ্রহণ করেছি। একইভাবে জাপানে প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্বেচ্ছায় নানাভাবে সহায়তার লক্ষে তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, যেমন, তাদের পরিচালিত হোটেলে দুর্গত মানুষদের সাময়িক আশ্রয় প্রদান এবং খাবার সরবরাহ করা ইত্যাদি।

সবধরনের সহায়তার জন্য আমি জাপানের জনগনের পক্ষে বিশ্ববাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিঃসন্দেহে জাপান শুধু পুনরুজ্জীবিতই হবেনা, সেইসাথে আরো কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর চমৎকার রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের প্রতি যে আন্তরিক ভালবাসা এবং একান্ততা প্রকাশ করেছেন তা বিশ্ববাসীর প্রতি জাপানের প্রতিদানের যথার্থ কারণ হিসেবে অভিহিত করা যায়। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতীয় দৃঢ়তা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় সন্দেহাতীতভাবে আমরা সফল হবোই।

আমি দৃঢ়তার সাথে জানাতে চাই, বিশ্বের সবার নিকট হতে যে আন্তরিক সহায়তা আমরা পেয়েছি, অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে জাপান তার প্রতিদান দেবে।

পরিশেষে বলতে চাই, আমি জাপানের পরিপূর্ণ পুনর্গঠনের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব।

নাওতো কান
প্রধানমন্ত্রী, জাপান